সংবাদ

তারিখ ... 08 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ৪ ...

## বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে

# অতিমাত্রায় বাণিজ্যিক না হওয়ার আহ্বান স্পিকারের

**নিজস্ব বার্তা পরিবেশক**

সিপিএ চেয়ারপারসন ও জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেছেন, দেশের সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষার পথ প্রশস্ত করতে মানব সেবার মহান ব্রত নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাই অতিমাত্রায় বাণিজ্যিক না হয়ে বাস্তবতার নিরিখে শিক্ষা প্রদানে ভূমিকা পালন করার আহ্বান জানান স্পিকার। গতকাল রাজধানীর একটি হোটেলে ইস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত 'রোল অফ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ইন দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ হাইয়ার এডুকেশন ইন বাংলাদেশ : চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড প্রোসপেক্টস' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান। ইস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. আবদুর রবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান, ইস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান আবুল খায়ের চৌধুরী, আইটি বিশেষজ্ঞ মোস্তফা জব্বার, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. আবদুল হান্নান চৌধুরী প্রমুখ।

কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশনের (সিপিএ) চেয়ারপারসন ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, বর্তমান সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈষম্য রয়েছে। দেশের কল্যাণে শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থা থেকে অবশ্যই এ বৈষম্য দূর করতে হবে। মনে রাখতে হবে, যারা বৈষম্যের শিকার তারাও, আমাদের সমাজের লোক। স্পিকার বলেন, বিশ্বায়নের এ যুগে পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন না থেকে উন্নত দেশ বিনির্মাণে আমাদের সকলকে একসঙ্গে কাজ করে যেতে হবে। সংখ্যার ভিত্তিতে শিক্ষার সফলতা নিরূপণ করা সঠিক

**অতিমাত্রায় :** পৃষ্ঠা : ২ ক : ১

### অতিমাত্রায় : বাণিজ্যিক

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

নয় উল্লেখ করে স্পিকার বলেন, বরং শিক্ষা গ্রহণের পর তারা সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মাণে কতটুকু অবদান রাখছে সে বিষয়গুলো বিশেষভাবে বিবেচনায় নিতে হবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। এদেশে তরুণের সংখ্যা অনেক বেশি। তরুণরা সকল শক্তির আঁধার। তাই তাদের জন্য যথাযথ সুযোগ এবং মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

### নারায়ণগঞ্জে : শতবছরের

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

কাজ সম্পন্ন হবে বলে জানান তিনি। এই ভাস্কর্যে তুলে আনা হয়েছে নারায়ণগঞ্জের শতবছরের ঐতিহ্য। জেলার বুকে বয়ে যাওয়া শীতলক্ষ্যা নদী এবং নৌকা রয়েছে এই ভাস্কর্যে। এক সময়ে নারায়ণগঞ্জের প্রধান ব্যবসা ছিল পাট। সেই পাটবাহী নৌকার প্রতীক ছাড়াও এই ভাস্কর্যে আরও রয়েছে সোনারগাঁয়ের ঐতিহ্যবাহী পানাম নগরীর জমিদার বাড়ি, বন্দরের কদম রসুল দরগা, লাঙ্গলবন্ধের স্নান উৎসবের ঘাট, এশিয়ার বৃহত্তম আদমজী জুট মিল, রূপগঞ্জের জামদানী পল্লী, কয়লা চালিত রেলগাড়ি, প্যাডেলচালিত স্টিমার, মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতির প্রতীক হিসেবে নগরীর মাসদাইরে নির্মিত প্রতিরোধ স্তম্ভটিও উঠে এসেছে এই ভাস্কর্যে।

কি উদ্দেশ্যে এই ভাস্কর্য নির্মাণ সে ব্যাপারে নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসক আনিছুর রহমান মিঞা বলেন, নারায়ণগঞ্জের যে ঐতিহ্য আছে, শতবছরের সভ্যতার যে আদি নির্দশনগুলো আছে তা এক জায়গায় তুলে ধরলে, নারায়ণগঞ্জ জেলার লোকজন তা দেখতে পারবে এবং নতুন প্রজন্ম এই একটি মাত্র ভাস্কর্যের মাধ্যমে পুরো জেলার ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা পাবে।